তুচ্ছ

BANGLADARSHAN.COM

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

॥তুচ্ছ॥

আমি সকালে উঠে বসে কাগজপত্র নিয়ে ঘাঁটচি, এমন সময়ে একটা তেরো চৌদ্দ বছরের ছোট মেয়ে রাঙা শাড়ী পরে আমাদের বাড়ীতে ঢুকলো। আমাদেরই গ্রামের মেয়ে নিশ্চয়, তবে কোথাও দেখিনি বলে চিনতে পারলাম না। মেয়েটির এই অল্প বয়সেই বিয়ে হয়েছে, ওর কপালে সিঁদুর, হাতে সোনা-বাঁধানো শাঁখা। শ্যামবর্ণ, একহারা চেহারার মেয়ে। মুখখানি বেশ ঢলঢলে, বড় বড় চোখ দুটি। কানে দুটি সোনার দুল। জিজ্ঞেস করলুম—কার মেয়ে তুই রে?

মেয়েটি সামান্য একটু হেসে মাটির দিকে চোখ রেখে বললে—বিশ্বনাথ কামারের।

—বিশুর মেয়ে? বেশ, বেশ। তোর দেখচি বিয়ে হয়েচে এই বয়সে। কোথায় শ্বশুরবাড়ী?

মেয়েটির খুব লজ্জা হোলো শ্বশুরবাড়ীর কথায়। সে মুখ অন্যদিকে ফিরিয়ে বললে—নারানপুর।

—কোন নারানপুর? ঘিবে-নারানপুর?

—হ্যাঁ।

BANGLADARSHAN.COM

—কদ্দিন বিয়ে হয়েচে?

—এই ফাল্গুন মাসে।

—শ্বশুরবাড়ী থেকে এলি কবে?

—পরশু এসেচি কাকাবাবু।

—আচ্ছা যা বাড়ীর মধ্যে যা।

গ্রামের মেয়ে বাপের বাড়ী এসেচে, এ-পাড়া, ও-পাড়ায় সব বাড়ী ঘুরে বেড়াচ্চে। বড় স্নেহ হোলপ খুকীটির ওপর। এই গ্রামেরই মেয়ে, আহা!

কিন্তু খানিকক্ষণ পরে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে দেখি মাঝের ঘরের মেজেতে চুপ করে বসে আঁচল নিয়ে নাড়চে। কেউ ওর দিকে মনোযোগ দিচ্চে না, কেউ ওর সঙ্গে কথা বলচে না। প্রথম প্রথম হয়তো বলেছিল মেয়েরা, এখন আর ওর কাছাকাছি কেউ নেই, ও একাই বসে আছে। কামারদের মেয়ে, তার সঙ্গে কে কথা বলে বেশিক্ষণ?

আমায় দেখে মেয়েটি বললে—কাকাবাবু, ও কিসের ছবি?

—ও আমার ফটো,

–আপনার ছবি?

মেয়েটি ফটো কথা বোধ হয় বুঝতে পারে নি। বললুম–হ্যাঁ, আমার ছবি।

–কে করেচে কাকাবাবু?

মেয়েটি এতক্ষণ বিস্ময় ও প্রশংসার দৃষ্টিতে ঘরের দেওয়ালের কতকগুলো ফটো, সিগারেটের বিজ্ঞাপনের মেমসাহেব, ক্যালেণ্ডারের ছবিগুলোর দিকে চেয়ে চেয়ে দেখছিল। পল্লীগ্রামের ঘরের দেওয়ালে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায় বা রেমব্রাণ্টের ছবি অবিশ্যি টাঙানো ছিল না।

–ও মেমসাহেব কি করচে কাকাবাবু?

–সিগারেট খাচ্ছে।

–ওমা, মেয়েমানুষ সিগারেট খায়?

–মেমসাহেবরা খায়। দেখেছিস কখনো মেমসাহেব?

–হুঁ।

BANGLADARSHAN.COM

–কোথায়?

–রানাঘাট ইষ্টিশানে। আড়ংঘাটা যাচ্ছিলাম যুগলকিশোর দেখতে, তাই দেখি রেলগাড়ীতে বসে আছে। সাদা ধপধপ করচে একেবারে।

দেখলুম ও একা বসে থাকলেও দেওয়ালের ওই অকিঞ্চিৎকর ছবিগুলো দেখে বেশ আমোদ পাচ্চে। আরও প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আমি আবার ঢুকলাম ঘরে কি কাজে। মেয়েটি সেখানে ঠায় বসে আছে সেই ভাবেই। ওকে কেউ গ্রাহ্যও করচে না বাড়ীর মেয়েরা তাতে ওর কোনো দুঃখ নেই, দিব্যি একা একা বসে আছে। চলেও যায় নি।

ও যে আমাদের ঘরে ঢুকে মেজের ওপর বসে আছে, এই আনন্দে ও ভরপুর। দিব্যি লাল রং দেওয়া মাজাঘষা মেজে, ঘরের বিছানা আসবাবপত্র দামী নয়, কিন্তু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেওয়ালে যে শ্রেণীর ছবি, সে তো বলাই হোলো। একখানা টেবিল, একটা চেয়ারও আছে। টাটার টেবিল ল্যাম্প আছে একটা। কতকগুলো মাটির পুতুল–যেমন গণেশ-জননী, গরু, হরিণ টিয়াপাখী, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি–একটা কাঠের তাকে সাজানো আছে।

গৃহসজ্জার এই সামান্য রূপই ওর চোখে আশ্চর্য্য ঠেকেছে, খুকীর চোখ দেখলে তা বোঝা যায়। আমার কষ্ট হোলো–ওকে কেউ আদর করে ওর সঙ্গে কথা বলচে না। ও সেটা আশাও করে নি। আমাদের গ্রামে তেমন

ব্যবহার কামার-কুমোরদের মেয়েদের সঙ্গে কেউ করে না। ওরা ঘরে ঢুকে বসতে পেরেচে, এতেই ওরা অত্যন্ত খুশী আছে।

আমি তেল মেখে নাইতে যাবো। নারকোল তেল আজকাল পাওয়া যায় না বলে বাড়ীর মেয়েদের ফরমাশমতো গন্ধতেলের বোতল আসে দোকান থেকে—হেন কল্যাণ, তেন কল্যাণ।

আমি বোতল থেকে তেল বের করে মাথায় মাখচি দেখে ও চেয়ে রইল।

আমি বললাম—গন্ধতেল একটু মাখবি, খুকী?

মেয়েটি অবাক হয়ে গেল। এমন কথা কেউ ওকে বলে নি, কোনো ব্রাহ্মণ-বাড়ীর কর্ত্তা তো নয়ই।

বললে—হ্যাঁ।

—সরে আয় দিকি মা।

তারপর তার চোখদুটির অবাক দৃষ্টিতে অবাকতর করে দিয়ে আমি নিজের হাতে তার মাথায় খানিক গন্ধতেল মাখিয়ে দিলাম, খোঁপা-বাঁধা চুলের ওপর ওপর। ও হেসে ফেললে। অনাদৃত আদর পেয়ে লজ্জা পেলে।

বললাম—কি রকম গন্ধ?

BANGLADARSHAN.COM

—চমৎকার, কাকাবাবু?

—কি তেল বল দিকি?

—কি জানি?

—খুব ভালো গন্ধতেল।

ভারি খুশী হয়েচে ও।

বললে—আসি তা হোলে কাকাবাবু? বেলা হয়েচে।

—এসো মা। আবার এসো একদিন—

চলে গেল খুকী। কতটুকু আর তেল দিলাম ওর মাথায়। কিন্তু কি আনন্দ আমার স্নান করতে নেমে নদীজলে। উদার নীল আকাশে কিসের যেন সুস্পষ্ট, সৌন্দর্য্যময় বাণী।

অন্তরের ও বাইরের রেখায় রেখায় মিল। চমৎকার দিনটা। সুন্দর দিনটা।

॥সমাপ্ত॥